বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি, ২০২২

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি, ২০২২

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। জাতির পিতার নির্দেশনায় বাংলাদেশের সংবিধানে পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় আমাদের কৃষি আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন আজ সময়ের দাবী। আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিরাপত্তাসহ প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন জরুরি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উত্তম কৃষি চর্চা নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে এবং তদানুযায়ী কৃষিপণ্যের তথা খাদ্য দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এ প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০' মাঠ পর্যায়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ এবং অনুসরণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণসহ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান বৃদ্ধি পাবে। প্রণীত পরিকল্পনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চার পদ্ধতিসমূহ সরেজমিনে বাস্তবায়ন করা হবে, ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশিজনদের সম্যক জ্ঞান অর্জন, বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ ও দক্ষতা অর্জনের পথ সুগম হবে। তাছাড়া উক্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ ব্যাপক পরিসরে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত সকলেই অভ্যস্থ হয়ে ওঠার মাধ্যমে এতদবিষয়ক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

ফসলের আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ফলে দেশে সারা বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাশস্য, ফল ও শাক-সবজি উৎপাদিত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য উৎপাদন ব্যবস্থার ঘাটতি থাকায় এ সব কৃষিপণ্যের সামান্য অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় বাজারে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের কৃষিপণ্যের অভিগম্যতা সীমিত হয়ে পড়ছে। সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য অংশিজনের উত্তম কৃষি চর্চা অনুশীলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি এ পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিসহ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, শিল্পের কাঁচামাল যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। নদী বিধৌত পাললিক ভূমি সমৃদ্ধ, সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য আজ সর্বজন স্বীকৃত ও প্রশংসিত। কৃষি প্রধান এদেশ সনাতন কৃষির গন্ডি পেরিয়ে খোরপোষ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের আয় বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও উচ্চ মূল্যের অর্থকরী ফসল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বিশ্বায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ সম্প্রসারণ এবং গবেষণায় আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়মিতভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আমদানি ও রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির ফলে খাদ্য শৃঙ্খলে জীবাণুসমূহের সংক্রমণ এবং বিস্তৃতি ঘটার আশংকা থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন দেশ খাদ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

মানব স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করার ক্ষেত্রে 'উত্তম কৃষি চর্চা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে খাদ্যজনিত নানাবিধ সমস্যা থেকে রক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন জরুরী। উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত বালাইনাশক ও রাসায়নিকের ব্যবহার, ভারী ধাতুর উপস্থিতি, অনুজীবের সংক্রমণ ইত্যাদি খাদ্যকে অনিরাপদ করে। এসব কারণে নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য প্রাপ্যতার বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনের শুরু থেকে সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণ পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন আমাদের কৃষি উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(মো: সায়েদুল ইসলাম)

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
৩।	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	২
৪।	উপসংহার	৮

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

১.০ ভূমিকা:

১.১ নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করার ক্ষেত্রে 'উত্তম কৃষি চর্চা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তম কৃষি চর্চার পদ্ধতিসমূহ খামার ও সরবরাহ শৃঙ্খলে অনুসরণ করার ফলে উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণ পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। কৃষিকাজে মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের গুচ্ছনীতি নির্ভর সামগ্রিক কার্যক্রম ও প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা অনুগমনের ফলে কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনের মানোন্নয়ন ঘটে। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্যের আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও কাজের পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধিত হয়।

১.২ খাদ্য সরবরাহ শেকলের সকল স্তরে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করাই উত্তম কৃষি চর্চার মূল ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি নির্ভরতার ফলে খাদ্য সরবরাহ শেকলে জীবাণু সংক্রমণ এবং বিস্তৃতির আশংকা থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে বিভিন্ন দেশ খাদ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ফসলে প্রয়োগকৃত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ, দূষণকারী বস্তু বা ভারী ধাতু বা বিষাক্ত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি, পোকা-মাকড় ও রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের আক্রমণ, বাহ্যিক সংক্রামক এবং খাদ্যে অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণ খাদ্য সরবরাহ শেকলে যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে। তাই খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরেই নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক প্রতিরোধ বা অপসারণ করা প্রয়োজন। উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ কারণ উৎপাদনের সকল স্তরে খাদ্যমান সুরক্ষা, ঝুঁকি নিরসন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করা হয়। ফলে স্থানীয় বাজারে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয় ও রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।

১.৩ আন্তর্জাতিক চাহিদার মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তম কৃষি চর্চা বাংলাদেশেও অনুসরণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও এর সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সক্ষমতা এবং সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিকল্পনা গ্রহণ;

২.২ মানসম্পন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.৩ ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে উৎপাদকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি; এবং

২.৪ রপ্তানি বাজার সৃষ্টি ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিতকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।

৩.০ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ (বাংলাদেশ জিএপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, সার্টিফিকেশন কমিটি গঠন	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ এ উল্লিখিত স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, সার্টিফিকেশন কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি	স্বল্প মেয়াদি (৩০/৬/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয়
২)	বাংলাদেশ জিএপি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য স্কিম ওনার (SO) মনোনয়ন	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জিএপি স্কিমওনার হিসেবে মনোনয়ন প্রদান ও প্রজ্ঞাপন জারি	স্বল্প মেয়াদি (৩০/৮/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল সার্টিফিকেশন বডি (BACB) মনোনয়ন	কৃষকদের একক/দলীয়ভাবে জিএপি সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যয়ন সংস্থা তথা BACB হিসেবে মনোনয়ন প্রদান ও প্রজ্ঞাপন জারি	স্বল্প মেয়াদি (৩০/৮/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪)	Internal এবং External ইন্সপেক্টর/অডিটর (প্রতিষ্ঠান) নির্বাচন	উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে Internal এবং External ইন্সপেক্টর/অডিটর হিসেবে নির্বাচন করা	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০১/২২)	কৃষি মন্ত্রণালয়
		নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে (Internal এবং External ইন্সপেক্টর/অডিটর) পত্র জারি করা	স্বল্প মেয়াদি (১৫/০২/২২)	কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
৫)	স্কিমওনার হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট জনবল নিয়োগ (dedicated manpower) এবং জিএপি ইউনিট/সেল গঠন	স্কিমওনার হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পূর্ণকালীন জিএপি কার্যক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা	স্বল্প মেয়াদি (১০/৯/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্কিম ওনার
		স্কিমওনার হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ জিএপি সেল/ইউনিট গঠন করা	স্বল্প মেয়াদি (৩০/৪/২২)	
৬)	BACB গঠন ও জনবল সুনির্দিষ্টকরণ	BACB হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক CB কাঠামো (Structure) প্রণয়ন/তৈরি করা	স্বল্প মেয়াদি (১৬/১২/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং BACB
		BACB হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পূর্ণকালীন জিএপি কার্যক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা		
		সার্টিফিকেশন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০৩/২২)	
		স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	
৭)	বাংলাদেশ জিএপি নীতিমালা ২০২০ এর ৪টি মডিউল সমন্বিত মানদন্ডের অনুশীলন/চর্চাসমূহ প্রণয়ন	বাংলাদেশ জিএপি নীতিমালা ২০২০ এর ৪টি মডিউল সমন্বিত মানদন্ডের খসড়া অনুশীলন/ চর্চাসমূহ প্রণয়ন	স্বল্প মেয়াদি (৩১/১২/২১)	স্কিম ওনার
		চর্চাসমূহ টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করা	স্বল্প মেয়াদি (১৫/০১/২২)	
		চর্চাসমূহ স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০১/২২)	
		বাংলাদেশ জিএপিকে ক্রমান্বয়ে Global GAP এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/৬/২৫)	
৮)	মানদন্ডের মডিউল ভিত্তিক চর্চাসমূহের সম্মতির মানদন্ড (Compliance Criteria) নির্ধারণ	মডিউলভিত্তিক চর্চাসমূহের সম্মতির মানদন্ড {যথাঃ অতি গুরুত্বপূর্ণ (Major Must), গুরুত্বপূর্ণ (Minor Must) এবং সাধারণ (General) হিসেবে} নির্ধারণ করা	স্বল্প মেয়াদি (৩১/১২/২১)	স্কিম ওনার
		টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করা	স্বল্প মেয়াদি (১৫/০১/২২)	
		স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০১/২২)	

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
৯)	বাংলাদেশ জিএপি-র Certification Marks বা লোগো (Logo) তৈরি এবং নিবন্ধন গ্রহণ	বাংলাদেশ জিএপি-র খসড়া Certification Marks বা লোগো তৈরি করা	স্বল্প মেয়াদি (০৭/১২/২১)	স্কিম ওনার
		টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	স্বল্প মেয়াদি (১৫/০১/২২)	
		স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০১/২২)	
		নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান হতে লোগো-র নিবন্ধন গ্রহণ	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	
১০)	বাংলাদেশ জিএপি এর নম্বর (BGN) তৈরি	• বাংলাদেশ জিএপি এর নম্বর (BGN) তৈরি করা	স্বল্প মেয়াদি (৩১/০৩/২২)	BACB
১১)	BACB-র কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণ	• জিএপি কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জনের জন্য BACB কে Bangladesh Accreditation Board (BAB)-র সহায়তায় ISO ১৭০৬৫:২০১২ এর আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	BAB/ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং BACB
১২)	পণ্যভিত্তিক ফসল উৎপাদন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদক (কৃষক/কৃষক দল) নির্বাচন	জিএপি ইউনিট বা সেল কর্তৃক বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপাদন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদক (কৃষক/ কৃষক দল) নির্বাচন করা	স্বল্প মেয়াদি (২৮/০২/২২)	BACB
১৩)	বাংলাদেশ জিএপি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও মাঠ পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জিএপি সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জিএপি বিষয়ে প্রশিক্ষক তৈরী/ চিহ্নিতকরণ	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৩/২২)	কৃষি মন্ত্রণালয়, স্কিম ওনার এবং BACB, NATA
		স্কিম ওনারের সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	স্কিম ওনার
		BACB-র জনবলের (মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ) দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	মধ্য মেয়াদি (৩০/১২/২২)	স্কিম ওনার এবং BACB, NATA
		উৎপাদক (কৃষক/ কৃষক দল) কে বাংলাদেশ জিএপি-এর বিভিন্ন মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান	মধ্য মেয়াদি (৩০/১২/২২)	স্কিম ওনার এবং BACB, NATA

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
১৪)	কৃষক/কৃষক দলকে একক / দলীয়ভাবে জিএপি সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া নির্ধারণ	কৃষক/কৃষক দলকে একক/দলীয়ভাবে জিএপি সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ার খসড়া প্রণয়ন করা	মধ্য মেয়াদি (৩১/০৮/২২)	BACB
		সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া সার্টিফিকেশন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করা	মধ্য মেয়াদি (১৫/০৯/২২)	
		স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ	মধ্য মেয়াদি (১৫/১০/২২)	
১৫)	BACB এর Accreditation গ্রহণ	Bangladesh Accreditation Board (BAB) হতে BACB এর Accreditation গ্রহণের লক্ষ্যে স্কিম ওনারের সম্মতি গ্রহণ	মধ্য মেয়াদি (৩১/০৮/২২)	স্কিম ওনার এবং BACB
		BACB কর্তৃক BAB বরাবর আবেদন	মধ্য মেয়াদি (১৫/০৯/২২)	BACB
		BAB হতে BACB এর Accreditation /প্রত্যয়ন গ্রহণ	মধ্য মেয়াদি (৩১/১২/২২)	স্কিম ওনার এবং BAB
১৬)	বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত পণ্যসমূহের MRLএ্যাক্রিডেটেড/ অনুমোদিত ল্যাবরেটরি হতে পরিমাপ/নির্ণয় করার সুযোগ সৃষ্টি করা	বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত পণ্যসমূহের MRL পরিমাপ/নির্ণয়ের লক্ষ্যে দেশে অবস্থিত এ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি চিহ্নিত করা	স্বল্প মেয়াদি (২৮/০২/২২)	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্কিম ওনার
		বিভিন্ন ফসলের MRL পরিমাপ/নির্ণয় করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/০৪/২৩)	BARI
		দেশে বিদ্যমান ল্যাবরেটরিসমূহের সক্ষমতা (এক্রিডেটেড) বৃদ্ধি করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/১২/২৩)	কৃষি মন্ত্রণালয়, DAE, BARI, BADC
		নতুন এ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি স্থাপন করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/১২/২৩)	
১৭)	বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত পণ্যসমূহের দেশীয় বাজার সৃষ্টি ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে জিএপি সেল গঠন	স্বল্প মেয়াদি (২৮/০২/২২)	DAM
		বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত কৃষি পণ্যসমূহের দেশীয় বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে নিরসন করা	মধ্য মেয়াদি (৩০/০৮/২২)	স্কীম ওনার, DAM, DAE

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
		বাংলাদেশ জিএপি বিষয়ে কৃষক/কৃষকদল, বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	মধ্য মেয়াদি (৩০/০৮/২২)	DAE, DAM, BARI, BADC, Private Entrepre-neurs, Market Operators
		বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণকারি কৃষক, কৃষকদল এবং বাজার কারবারি, উদ্যোক্তার সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থার প্রচলন	মধ্য মেয়াদি (৩০/৮/২২)	DAM, DAE, BARI, BARC, Private Entrepre-neurs, Market Operators
		উৎপাদিত কৃষি পণ্যসমূহের দেশীয় বাজারের জন্য উপযুক্ত প্যাকেজিং পদ্ধতির উন্নয়ন করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/১২/২৩)	DAM, Private Entrepr eneurs
		উৎপাদিত কৃষিপণ্যসমূহের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির জন্য ব্র্যান্ডিং উন্নয়ন করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/৮/২৩)	DAM, BFVAPEA, Private Entrepre-neurs
		বাংলাদেশ জিএপিভুক্ত পণ্যের জন্য উপযুক্ত (যেমন: কোল্ড চেইন) পণ্য পরিবহন পদ্ধতির উন্নয়ন করা	দীর্ঘ মেয়াদি (৩০/১২/২৩)	DAM, Private Entrepr eneurs (PPP is a possibility)
১৮)	বাংলাদেশ জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত পণ্যসমূহের রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি	রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যসমূহের তুলনামূলক প্রতিযোগী সুবিধা, রপ্তানি বাজার সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	DAM, DAE, BADC, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগ, BFVAP EA, Hortex

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
		চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসন করা	**দীর্ঘ মেয়াদি** (৩০/০৪/২৩)	MoA, DAM, DAE, Hortex, BFVAPEA, Private Entre-preneurs (PPP)
		রপ্তানি বাজার সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় বাংলাদেশী কৃষিপণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ	**মধ্য মেয়াদি** (৩০/১২/২২)	DAM, DAE, BADC, AIS, Hortex, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগ, EPB, , SFGs, Market Operators, Private Entrepre neurs Bangla-deshi Consulates & Embassies
		রপ্তানি বাজারের জন্য উপযুক্ত প্যাকেজিং পদ্ধতির উন্নয়ন করা	**মধ্য মেয়াদি** (৩০/১২/২২)	DAM, Hortex, BARI, Private Entrepr eneurs
১৯)	বাংলাদেশ জিএপি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি	জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন, লিফলেট/পোস্টার প্রকাশ ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে বিতরণ, বেতার ও টেলিভিশনে জিএপি বিষয়ক সচেতনতা ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও কার্যক্রম গ্রহণ	**মধ্য মেয়াদি** (৩০/০৬/২২)	**স্কীম ওনার,** BACB, BARI, DAM, AIS, BADC, BRRI, BINA, Hortex and BFVAPEA
		সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ম্যান্ডেট প্রাপ্ত ফসলে জিএপি সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী/এফজিডি/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা		

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
২০)	বাংলাদেশ জিএপি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ	মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত জিএপি কর্মকান্ডের সার-সংক্ষেপ (প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রতিকারসহ) তৈরির জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক প্রস্তুত করা	স্বল্পমেয়াদী (৩১/১২/২১)	কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই
		বাংলাদেশ জিএপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে (প্রতিমাসে) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন	চলমান কার্যক্রম	ডিএই
		জিএপি বাস্তবায়নে উপযুক্ত পরিবীক্ষণ পদ্ধতির (ডিজিটাল ও ম্যানুয়াল) সুপারিশ প্রণয়ন	মধ্য মেয়াদি (৩০/০৬/২২)	কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই
২১)	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সক্ষমতা সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ	বাংলাদেশে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ	স্বল্প মেয়াদি (৩০/০৪/২২)	স্কিম ওনার, BACB, DAM, BARC, BARI, Hortex
২২)	বাংলাদেশ জিএপি বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য স্কেল আপ প্রকল্প গ্রহণ	বাংলাদেশ জিএপি বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা	মধ্য মেয়াদি (৩০/১২/২২)	স্কিম ওনার, BACB, BARI, BRRI, BINA, DAM, Hortex
		সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ম্যান্ডেট প্রাপ্ত ফসলে জিএপি বাস্তবায়নকল্পে প্রকল্প গ্রহণ		

৪.০ উপসংহারঃ

উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০' মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণসহ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। বাংলাদেশে বর্তমানে বছরব্যাপী পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল, শাক-সবজি ও ধান উৎপাদিত হয়। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এ সব কৃষিপণ্যের সামান্য অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। কৃষিপণ্য রপ্তানির মূল প্রতিবন্ধকতা হলো আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার ঘাটতি/অনুপস্থিতি। ফলে স্থানীয় বাজারেও কৃষিপণ্য উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য অংশীজনের উত্তম কৃষি চর্চা অনুশীলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন আবশ্যক। সে লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

***